আত্মার মুক্তির পথে

শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফাতের আলোকে

আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনায়ঃ-

হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির

প্রতিষ্ঠাতাঃ-

তরিকা-ই রহমানিয়া এবং Tilismati Duniya ইউটিউব চ্যানেল।

প্রস্তুতকারক ও সম্পাদনায়ঃ-

ফাহিম শেখ

ভূমিকা

আত্মার শান্তির পথে এক নীরব আহ্বান

আজকের যুগে মানুষ ধর্ম পালন করেও শান্তিতে নেই।
কারণ অনেকেই কেবল শরিয়তের বাহ্যিক নিয়ম মানে, অথচ আত্মা থেকে আল্লাহর দিকে যাত্রা করে না।
আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য হলো-মানুষকে আল্লাহর প্রেমের পথে আনা, মনকে শুদ্ধ করে আত্মাকে তার আসল ঠিকানায় ফেরানো।
এই পথে চলতে প্রয়োজন চারটি স্তম্ভ:
শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফাত !
যা একসাথে মিলে গড়ে তোলে পূর্ণ দ্বীন ও পূর্ণ মানুষ।
এই বইয়ে সংক্ষেপে সেই পথের পরিচয় তুলে ধরা হলো-
যেন আপনি শুধু জানতে না পারেন,বরং হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারে।

আসুন, আত্মার নীরব ডাক শুনে উত্তর দিই।
আসুন, আল্লাহর দিকে সত্যিকারের পথে ফিরে যাই।

চারটি স্তম্ভের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

১) শরিয়তঃ-

ইসলামের নিয়ম-কানুন; নামাজ, রোজা, হালাল-হারাম ইত্যাদি। এটা ইসলামের প্রথম ধাপ।

২) তরিকতঃ-

নিজের মন ও রিপুকে শুদ্ধ করা, আত্মাকে খারাপ দিক থেকে মুক্ত করা।

৩) হাকিকতঃ-

সত্যের গভীর জ্ঞান, আল্লাহর গুণাবলী বোঝা ও উপলব্ধি করা।

৪) মারেফাতঃ-

আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, প্রেম ও উপলব্ধিতে বিলীন হয়ে যাওয়া।

চার স্তম্ভ – নবীজির (সা.) জীবনের আলোকে

☑ শরিয়তঃ-

নবীজি (সা.)-এর মাধ্যমে কুরআন নাজিল হয়,তিনি নামাজ, রোজা, হালাল-হারামসহ ইসলামের সব নিয়ম শিক্ষা দেন।

☑ তরিকতঃ-

নবীজি (সা.) আহলে সুফফাকে আলাদা প্রশিক্ষণ দিতেন, তারা আত্মশুদ্ধি, যিকির ও ইখলাসে অভ্যস্ত হতেন।

☑ হাকিকতঃ-

বদর, হুদাইবিয়া ও তায়েফের মতো কঠিন সময়ে তাঁর ধৈর্য, দৃঢ়তা ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল প্রকৃত হাকিকতের প্রকাশ।

☑ মারেফাতঃ-

হেরা গুহায় তাঁর একাকী ধ্যান, জিবরাঈল (আ.)-এর সাক্ষাৎ, এবং মেরাজ- সবই ছিল আল্লাহর সঙ্গে গভীর সংযোগ ও মারেফাতের শিখর।

তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে এই চার স্তরই পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত !

একটি নয়, বরং চারটি মিলেই হলো পূর্ণ দ্বীন।

আমাদের তরিকার মূল উদ্দেশ্য

- আত্মা ও নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে আত্মশুদ্ধি অর্জন।
- শরিয়তের ভিতর থেকে হৃদয়ের আলোকিত পথ (তরিকত) খুঁজে বের করা।
- সত্যের সন্ধান (হাকিকত) এবং
- আল্লাহর প্রেমে ডুবে যাওয়া (মারেফাত)

আমরা চাই, মানুষ শুধু নিয়ম নয়, প্রেম দিয়ে আল্লাহর কাছে যাক।

কীভাবে এই পথে আসবেন?

আপনি যদি হৃদয়ের শান্তি চান –

- প্রথমে শরিয়তের প্রতি মনোযোগ দিন
- তারপরে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করুন (তরিকত)
- সত্যকে জানার চেষ্টা করুন (হাকিকত)
- শেষে প্রেমের ধ্যানে ডুবে যান (মারেফাত)

আমাদের তরিকার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিয়মিত যিকির, দোয়া ও শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করতে পারেন।

শরিয়তই কি যথেষ্ট নয়?

অনেকে মনে করেন, শরিয়ত মানলেই যথেষ্ট, আলাদা করে মারেফাত বা তরিকতের দরকার নেই।আসলে, শরিয়ত আমাদের শেখায় কীভাবে ইবাদত করতে হয়-নামাজ, রোজা, হালাল-হারামের বিধান।

আর মারেফাত শেখায়, কাকে ইবাদত করছি-তাঁর প্রতি কেমন ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা থাকা উচিত।

শরিয়ত হলো বাহ্যিক আমলের বিধান,আর মারেফাত হলো অন্তরের ইলহাম-আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়া, প্রেম ও উপলব্ধির একটি আত্মিক পথ।

নবীজি (সা.) ওহি পাওয়ার আগে হেরা গুহায় ধ্যান করতেন, আত্মচিন্তা করতেন, আল্লাহর দিকে মন ফেরাতেন।এটাই ছিল মারেফাতের সূচনা।

পরে যখন ওহি নাজিল হলো, তখন তিনি উম্মতকে নামাজ, রোজা, কুরআনের শিক্ষা দিলেন-এটাই ছিল শরিয়তের দিক।

হেরা গুহায় ছিল মারেফাতের নির্জন ধ্যান, আর মদিনায় ছিল শরিয়তের বাস্তব রূপায়ণ।এই দুইটি একসঙ্গে মিলেই নবীজির (সা.) জীবনে দ্বীনের পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

মারেফাতের ফল কী?

যে ব্যক্তি মারেফাতে প্রবেশ করে, তার অন্তর আল্লাহর প্রেমে পূর্ণ হয়ে যায়।সে বাহ্যিক ইবাদতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় আত্মার শুদ্ধতা ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে। একপর্যায়ে সে হয়ে ওঠে আল্লাহর ‘ওলি’-যাঁরা আল্লাহর প্রিয় বন্ধু।

হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন:

“আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে, অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শোনে; চোখ হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে দেখে; হাত হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে ধরে; পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তা দেই; আশ্রয় চাইলে, আশ্রয় দেই।”

[সহীহ বুখারী: ৬৫০২]

আমাদের পথচলার লক্ষ্য

একটি পথ, যেখানে শরিয়ত ও মারেফাত একসাথে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়।

১) আল্লাহর প্রেম প্রসার

হৃদয়ে আল্লাহর অটুট ভালোবাসা তৈরি করে, সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা।

২) আত্মশুদ্ধি

নিজেক মনোনিবেশ ও ধ্যানের মাধ্যমে নফসের ঊর্ধ্বে উত্তরণে সহায়তা করা।

৩) দ্বীনের পরিপূর্ণতা

বাহ্যিক **শরিয়ত** থেকে শুরু করে অন্তর্যামী **মারেফাত** পর্যন্ত চার স্তম্ভে সমগ্র ইসলাম চর্চা করা।

৪) সত্যের অনুসন্ধান

'হাকিকতের' আলোয় আল্লাহর গুণাবলী উপলব্ধি ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগ।

৫) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা

হক ও আদর্শের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজে শান্তি ও সহযোগিতার বীজ বপন।

৬) সদকা জারিয়ার মতো কাজ

তরিকার দাওয়াতি প্রচারকে এমন ইবাদতে পরিণত করা, যার সওয়াব চিরকাল স্থায়ী।

এই উদ্দেশ্যগুলোর মাধ্যমেই আমরা প্রত্যেককে নিয়ে যাচ্ছি
“আত্মার মুক্তির পথে”

সাধারণ ভুল ধারণার বাস্তব জবাব

ভুল ধারণা ১ ঃ-

☞ “শরিয়তই যথেষ্ট, অন্য কিছু লাগে না।”

☑ সত্যঃ-

শরিয়ত ইসলামের ভিত্তি ঠিকই, কিন্তু শুধু ভিত্তি দিয়ে তো ঘর দাঁড়ায় না। তরিকত, হাকিকত ও মারেফাত-এই স্তরগুলো না থাকলে আত্মা উন্নতির পথে যেতে পারে না। চার স্তম্ভ মিলেই পূর্ণ দ্বীন।

ভুল ধারণা ২ ঃ-

☞ “তরিকত বা মারেফাত মানে বিদআত বা বিভ্রান্তি।”

☑ সত্যঃ-

নবীজি (সা.)-র হেরা গুহায় ধ্যান, মেরাজ, আহলে সুফফার প্রশিক্ষণ- সবই ছিল তরিকত ও মারেফাতের বাস্তব নিদর্শন। এগুলো কেবল হৃদয়ের ইবাদত, বাহ্যিক নিয়মের বিরোধী নয়- বরং তারই গভীর রূপ।

ভুল ধারণা ৩ ঃ-

☞ “সূফিবাদ মানেই অতিরঞ্জন বা লোক দেখানো পীর-মুরিদের বিষয়।”

☑ সত্যঃ-

আসল সূফিবাদ মানে হলো-নির্জনতা, আত্মশুদ্ধি, নফস দমন এবং আল্লাহর প্রেমে ডুবে যাওয়া। যেখানে ভণ্ডামি নেই, আছে অন্তরের সত্যিকারের জাগরণ।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223

বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:

Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732